

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)****A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 168 - 175

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ এবং দেশভাগের সাহিত্য : একটি বিশ্লেষণ

পৃথা বসু

Email ID: prithabasu541@gmail.com

ID 0009-0007-5250-2052

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Sayed Waliullah,
The Tale of a Tulsi
Plant, Partition
Literature, Indian
subcontinent,
Pakistan,
Bangladesh,
Partition, Bengali
Literature, Mental
Division, Cultural
Heritage.

Abstract

Partition literature occupies a significant place in South Asian literary studies, as it documents the historical trauma surrounding the division of the Indian subcontinent in 1947 following India's independence. This body of literature vividly portrays the widespread pain, displacement, communal violence, and psychological turmoil experienced by millions. Beyond recording historical events, Partition literature delves deeply into the inner world of individuals whose lives were fractured by sudden political boundaries, reflecting terror-stricken minds, broken social structures, and enduring emotional scars. Among the notable works in this tradition is 'Ekti Tulsi Gachher Kahini' (The Tale of a Tulsi Plant) by Syed Waliullah, which stands out for its subtle yet powerful depiction of social and mental divisions during the Partition period. Syed Waliullah, a pioneering figure in modern Bengali literature, presents the Partition not merely as a political event but as a profound social and cultural rupture. In *The Tale of a Tulsi Plant*, Waliullah symbolically explores the disintegration of traditional values, familial bonds, and communal harmony through the narrative of an ordinary rural household. The tulsi plant, a sacred symbol in Bengali Hindu culture, becomes a powerful metaphor representing faith, cultural identity, and continuity, which are threatened in the changing socio-political landscape of Partition. Through this symbolism, the author highlights the fragile coexistence of communities and the vulnerability of cultural preservation in times of conflict.

The narrative also emphasizes the interrelationship between individuals and society, revealing how political decisions penetrate domestic spaces and affect personal beliefs, relationships, and moral values. Waliullah's realistic portrayal of fear, uncertainty, and psychological conflict captures the silent suffering of people often overlooked in grand historical narratives. His work reshaped modern Bengali fiction by shifting focus from external violence to internal dilemmas, thereby enriching the discourse of Partition literature.

This article analyses 'Ekti Tulsi Gachher Kahini' as a significant Partition text, examining its thematic concerns, symbolic elements, and socio-cultural implications. It further explores the story's impact on society and its enduring

relevance in understanding the human consequences of Partition, making it a vital contribution to both Bengali literature and Partition studies.

Discussion

ভূমিকা : ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পরপরই ভারতীয় উপমহাদেশে যে নতুন ও দুঃখজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়, তা হল দেশভাগ। এই বিভাজনের মধ্য দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হলেও, দেশভাগকে কেবল রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক পুনর্বিন্যাস হিসেবে দেখলে তার গভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় না। দেশভাগ প্রসঙ্গে উর্বশী বুটালিয়া তাঁর একটি লেখায় বলেছেন, -

“It took 1984 to make me understand how ever-present Partition was in our lives too, to recognise that it could not be so easily put away inside the covers of history books. I could no longer pretend that this was a history that belonged to another time, to someone else.”^১

বাস্তবে এই ঘটনা মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তাচেতনা, সামাজিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতাকে আকস্মিক ও নির্মমভাবে পরিবর্তিত করে দেয়। ধর্মের ভিত্তিতে সীমারেখা টানার ফলে যুগের পর যুগ ধরে গড়ে ওঠা বসবাসের স্মৃতি, প্রতিবেশিতার সম্পর্ক এবং সামাজিক পরিচয় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

দেশভাগ মানুষের জীবনে একপ্রকার অস্তিত্বগত সংকট তৈরি করেছিল। মানুষ কেবল ভিটেমাটি হারায়নি, হারিয়েছে তার পরিচিত সামাজিক পরিসর, বিশ্বাসের জায়গা এবং আত্মপরিচয়ের স্থিতি। অচেনা ভূখণ্ডে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করার লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় স্মৃতির ক্ষত ও মানসিক বিচ্ছিন্নতা। এই গভীর মানসিক আঘাত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গণ্ডি ছাড়িয়ে সামষ্টিক ট্রমার রূপ নেয়, যা একটি গোটা জাতির মনোজগতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই কারণেই দেশভাগের অভিঘাত তৎকালীন এবং পরবর্তী সাহিত্যকর্মে শক্তিশালী প্রতিফলন ঘটায়। সাহিত্য এখানে নিছক ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনামাত্র নয়; এটি হয়ে ওঠে মানুষের ভাঙনের ভাষ্য। উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা ও স্মৃতিকথায় উঠে আসে উদ্বাস্ত জীবনের অসহায়তা, সম্পর্কের ভাঙন, ধর্মীয় পরিচয়ের দ্বন্দ্ব এবং মানবিকতার অবক্ষয়। একই সঙ্গে কিছু রচনায় মানবিক সহমর্মিতা ও সহাবস্থানের স্মৃতিও স্থান পায়, যা সহিংসতার মধ্যেও মানুষের নৈতিক বোধের অস্তিত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

অতএব বলা যায়, দেশভাগ কেবল ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর অধ্যায় নয়, এটি এক গভীর মানবিক অভিজ্ঞতা, যার প্রতিধ্বনি সাহিত্যে আজও শোনা যায়। এই সাহিত্য আমাদের দেখায় যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রভাব কতখানি গভীরভাবে মানুষের অন্তর্জীবন ও সামাজিক সম্পর্ককে রূপান্তরিত করতে পারে। দেশভাগের স্মৃতি তাই শুধু অতীতের ঘটনা নয়; তা মানুষের মনে ও সাহিত্যে এক দীর্ঘস্থায়ী বেদনাবোধ হিসেবে আজও সক্রিয়।

এই প্রেক্ষাপটে দেশভাগ নিয়ে রচিত সাহিত্য একটি আলাদা ধারা হিসেবে পরিচিতি পায়। এই ধারায় দেশভাগের পরবর্তী সময়ের মারামারি, উদ্বাস্ত জীবন, স্মৃতির বেদনা, শিকড় হারানোর কষ্ট ও পরিচয়ের সংকট ইত্যাদি বিষয়গুলো গভীর অনুভূতির সাথে তুলে ধরা হয়। এই সাহিত্য শুধু রক্তপাত বা বাস্তবচ্যুতির গল্প বলে না, এটি একটি জাতির মানসিক আঘাত ও মানুষের অস্তিত্বের সংকটের প্রমাণও। ঘরছাড়া মানুষের কষ্ট, ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক, হারানো বিশ্বাস, যা একটি গভীর ক্ষতের মতো সময়ের সাথে শুকিয়ে গেলেও এর দাগ আজও বিরাজমান— সবকিছু মিলিয়ে এই ধারার সাহিত্য গড়ে ওঠে।

এই সাহিত্যধারার গুরুত্বপূর্ণ লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। তাঁর ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ গল্পে দেশভাগের বাস্তবতা ভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে। এখানে সরাসরি রক্তপাত বা দাঙ্গার কথা নেই, বরং বিশ্বাস, পরিচয় ও সংস্কৃতির ভেতরের সংকটগুলো তুলে ধরা হয়েছে। একটি তুলসী গাছকে কেন্দ্র করে লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে ধর্মীয় পরিচয়

বদলের সাথে সাথে মানুষের বিশ্বাস, অভ্যাস ও স্মৃতিও প্রশ্নের মুখে পড়ে। এই গল্পে দেশভাগ শুধু বাইরের রাজনৈতিক ঘটনা নয়, বরং মানুষের মনে হওয়া এক নীরব ও গভীর বিচ্ছেদ।

তবে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজন ১৯৪৭ সালেই শেষ হয়নি। এর সাথে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও সমানভাবে জড়িত। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির বৈষম্যের ফল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল— পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান শক্তিশালী হলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে।

ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ষাটের দশকের স্বায়ত্তশাসন— সবকিছুই ছিল এই বৈষম্যের প্রকাশ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও পশ্চিম পাকিস্তানিরা ক্ষমতা দিতে রাজি হয়নি, যা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে। প্রসঙ্গত, জাহানারা ইমামের একটি লেখা উল্লেখযোগ্য, -

“The language movement marked the beginning of a new articulation of cultural sovereignty in East Pakistan.”^২

এর ফলস্বরূপ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যে নিষ্ঠুর সামরিক অভিযান চালায়, তা ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে পরিচিত। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনকে বলপ্রয়োগে দমন করা, কিন্তু বাস্তবে তা রূপ নেয় পরিকল্পিত গণহত্যা। রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য শহরে নির্বিচারে হত্যা, গ্রেপ্তার, অগ্নিসংযোগ এবং নির্যাতনের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়। তবে এই দমননীতি মানুষকে কেবল আতঙ্কিতই করেনি; বরং তা তাদের মধ্যে প্রবল প্রতিরোধচেতনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্র করে তুলেছিল।

এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে স্বাধীনতার সংগ্রাম সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে এবং শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। প্রায় নয় মাস ধরে চলা এই যুদ্ধে একদিকে সামরিক সংঘর্ষ, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সংগঠিত প্রতিরোধ সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়। যুদ্ধের ভয়াবহতায় অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারান, লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া হয়ে শরণার্থী হতে বাধ্য হন, এবং সমাজজুড়ে এক গভীর মানবিক সংকট তৈরি হয়। এই সংকট কেবল সংখ্যায় নয়, মানসিক ও সামাজিক দিক থেকেও ছিল গভীর— পরিবার ভেঙে পড়ে, জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ লোপ পায়, এবং মানুষের বিশ্বাস ও সহনশীলতা এক চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তবু এই ত্যাগ ও বেদনার মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাতির সামষ্টিক চেতনায় স্থায়ী রূপ লাভ করে।

অবশেষে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এই মুক্তিযুদ্ধ শুধু একটি যুদ্ধ ছিল না, এটি ছিল ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ২৫ বছরের বৈষম্য ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশ যে স্বাধীনতা অর্জন করে, তা আজও মানুষের পরিচয়, সম্মান ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।

এভাবে দেখা যায়, ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালের বিভাজনগুলোর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে গভীর প্রভাব পড়ে। এই ঘটনাগুলো মানুষকে শুধু নতুন রাষ্ট্রের সীমারেখায় বাঁধেনি, বরং তাদের স্মৃতি, পরিচয় ও সংস্কৃতির নতুন সংজ্ঞা তৈরি করতে বাধ্য করেছে। আর সাহিত্য, বিশেষ করে দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য, এই অভিজ্ঞতাগুলোর কারণে আজও মানুষের দুঃখ ও বেদনার শক্তিশালী প্রমাণ বহন করে চলেছে।

১৯৭১ সালের বিভাজন এবং মুক্তিযুদ্ধ শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং জাতির জীবনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা, যা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের নির্মাণ করেছে।

দেশভাগের সাহিত্য : ১৯৪৭ সালের ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজন শুধুমাত্র নিছকই একটি ভূখন্ডকে বিভক্ত করা নয়, বরং মানবিক সম্পর্ক, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং সমাজের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি গভীর পরিবর্তন। দেশভাগের ফলে মানুষের শরণার্থী জীবন, ধর্মীয় বিভাজন এবং সাংস্কৃতিক টানাপোড়েন একটি বিশাল সংকট সৃষ্টি করে, যা সাহিত্য এবং শিল্পে

গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দেশভাগের সাহিত্য এই সকল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত সংগ্রামের কাহিনি উপস্থাপন করে, যা এক অনন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটিয়ে তোলে সেই যুগের মানুষের চেতনাকে (Lelyveld 1997)।

দেশভাগের সাহিত্য মূলত গড়ে উঠেছে ছিন্নমূল মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, গভীর শোক, উদ্বাস্ত জীবনের নিঃসঙ্গতা এবং মানসিক বিভাজনকে কেন্দ্র করে। এই সাহিত্যধারা আমাদের সামনে এমন এক মানবিক অভিজ্ঞতার জগৎ উন্মোচন করে, যেখানে মানুষের অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। ভৌগোলিক সীমারেখা বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্মৃতি, সম্পর্ক, বিশ্বাস এবং পরিচয়ের যে নির্মম বিচ্ছেদ ঘটে, দেশভাগের সাহিত্য তারই ভাষ্য। এখানে দেশভাগ কোনো একদিনের রাজনৈতিক ঘটনার বর্ণনা নয়, বরং তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত এক দীর্ঘস্থায়ী মানসিক ক্ষত। এই বিষয় শিশিরকুমার দাশ বলেছেন, -

“The post-Partition Bengali novel reflects a deep crisis of identity and belonging.”^৩

এই ধারার সাহিত্য সমাজের কাঠামো ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গভীর আলোকপাত করেছে। প্রতিবেশী থেকে শত্রু হয়ে যাওয়ার বাস্তবতা, ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে বিশ্বাসভঙ্গ, পরিবার ও আত্মীয়তার ভাঙন— এসবই দেশভাগ-পরবর্তী সমাজের বাস্তব চিত্র। সাহিত্যিকেরা দেখিয়েছেন কীভাবে সহিংসতা ও ভয়ের পরিবেশ মানুষের মানবিক সংবেদনশীলতাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, আবার একই সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে মানবিক সহমর্মিতার ক্ষীণ আলোও জ্বলে রেখেছে। এই দ্বৈত বাস্তবতাই দেশভাগের সাহিত্যকে গভীর ও জটিল করে তোলে।

দেশভাগের পর সৃষ্ট সাহিত্যকর্মগুলি তাই কেবল ঐতিহাসিক দলিল নয়, বরং সমাজের এক অভ্যন্তরীণ প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্র বা রাজনীতির ভাষার বাইরে দাঁড়িয়ে এই সাহিত্য জাতির সমষ্টিগত মানসিক সংকটের কথাই বেশি করে বলে। উদ্বাস্ত মানুষের জীবনে ভিটে হারানোর বেদনা, অচেনা পরিবেশে নতুন করে বেঁচে থাকার লড়াই, এবং অতীত স্মৃতির সঙ্গে বর্তমান বাস্তবতার সংঘর্ষ ইত্যাদি নিয়ে এই সাহিত্য এক গভীর মানসিক মানচিত্র নির্মাণ করে। এখানে ইতিহাস, মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ধরা দেয়, শাসকের ঘোষণার মধ্য দিয়ে নয়।

এই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে লেখকেরা সাধারণ মানুষের বাহ্যিক সংগ্রামের পাশাপাশি অন্তর্দ্বন্দ্বকেও তুলে ধরেছেন। দেশভাগ মানুষের বিশ্বাসের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল— ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর যে আস্থার ভিত এতদিন গড়ে উঠেছিল, তা হঠাৎই ভেঙে পড়ে। এর ফলে জন্ম নেয় আধ্যাত্মিক সংকট; মানুষ প্রশ্ন করতে শুরু করে তার পরিচয়, ঈশ্বর, ন্যায় এবং মানবতার অর্থ নিয়ে। একই সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিও প্রবল হয়ে ওঠে— নিজস্ব ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর থেকে উৎখাত মানুষ নতুন সমাজে নিজেকে সম্পূর্ণ আপন করে নিতে পারে না।

অতএব, দেশভাগের সাহিত্যকে কেবল দুঃখগাথা হিসেবে দেখলে তার তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে না। এই সাহিত্য একদিকে যেমন বেদনা ও ক্ষতির কণ্ঠস্বর, অন্যদিকে তেমনি তা আত্মসমালোচনা ও আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান। ছিন্নমূল মানুষের জীবনকথার মধ্য দিয়েই এই সাহিত্য আমাদের সামনে তুলে ধরে একটি জাতির মানসিক ইতিহাস— যে ইতিহাস নীরব, কিন্তু গভীর; ব্যক্তিগত, অথচ সামষ্টিক। এই কারণেই দেশভাগের সাহিত্য আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রকৃত মূল্য কতটা গভীরভাবে মানবজীবনে প্রতিফলিত হয়।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে রচিত দেশভাগের সাহিত্য প্রধানত ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত অঞ্চল, জাতিগত চেতনার দ্বন্দ্ব এবং সাংস্কৃতিক ভাঙনের এক জটিল ও বহুমাত্রিক চিত্র তুলে ধরে। এই সাহিত্যধারা কেবল রাষ্ট্রভাগের রাজনৈতিক ফলাফলকে নথিভুক্ত করেনি; বরং তা মানুষের মানসিক মানচিত্রে ঘটে যাওয়া ভাঙন, বিচ্ছেদ ও পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াকেও গভীরভাবে অনুধাবন করেছে। সীমান্তের টানে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া জীবন, ভাষা ও সংস্কৃতির টানাপোড়েন, এবং ‘নিজের’ বলে মনে করা ভূখণ্ড হঠাৎ ‘পরের’ হয়ে যাওয়ার বেদনা— এই সবই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দেশভাগ-সাহিত্যের কেন্দ্রীয় অনুষ্ণ।

এই ধারার লেখকরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে দেশভাগের বহুমুখী প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেছেন। যেমন মুর্তুজা নূর ও রহমান গুলাম-এর রচনায় একদিকে রয়েছে তিক্ততা ও বঞ্চনার ভাষ্য, অন্যদিকে রয়েছে গভীর শোক ও স্মৃতিচারণার আবেশ। তাঁদের লেখায় দেশভাগ কোনো এককালীন আঘাত নয়, বরং একটি দীর্ঘস্থায়ী মানসিক প্রক্রিয়া—

যার অভিঘাত প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহন করতে হয়। ভিটেমাটি হারানোর যন্ত্রণা, পরিচয়ের সংকট এবং বিশ্বাসভঙ্গের অভিজ্ঞতা তাঁদের ভাষায় ব্যক্ত হলেও, তা কখনোই নিছক হতাশায় পর্যবসিত হয় না।

এই সাহিত্যধারায় ধীরে ধীরে একটি রূপান্তরিত মনোভাবও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম প্রজন্মের লেখায় যেখানে শোক ও ক্ষতির বেদনা প্রবল, সেখানে পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভবিষ্যৎ ও আশার ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। এই আশাবাদ কোনো সহজ সমাধানের প্রতিশ্রুতি নয়; বরং তা সহাবস্থান, স্মৃতি সংরক্ষণ এবং মানবিক সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা। দেশভাগের অভিজ্ঞতা তাঁদের কাছে ইতিহাসের বোঝা হয়েও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক নৈতিক শিক্ষার উৎসে পরিণত হয় - যেখানে ঘৃণার পরিবর্তে বোঝাপড়া, আর বিচ্ছেদের পরিবর্তে মানবিক সংযোগের মূল্য প্রতিপন্ন হয়।

এই অর্থে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দেশভাগ-সাহিত্য একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক ভাঙনের দলিল, অন্যদিকে তেমনি তা পুনর্গঠনের সম্ভাবনারও ভাষ্য। লেখকেরা দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রের সীমা বদলালেও স্মৃতি, ভাষা ও মানবিক অনুভব পুরোপুরি সীমান্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। তাই এই সাহিত্য শুধু অতীতের কষ্টকে স্মরণ করে না; একটি ভাঙা ইতিহাসের মধ্যেও মানবিক ধারাবাহিকতা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে খুঁজে নেওয়ার প্রয়াস হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। (Bhagat 2000)।

কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর সাহিত্যকর্মে দেশভাগের যে দিকটি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেছেন, তা হল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্তরে এর অভিঘাত— যে দিকটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রায়ই অবহেলিত থেকে গেছে। রাষ্ট্র, জাতি কিংবা সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বৃহৎ বয়ানের আড়ালে যে ব্যক্তিমানুষের দৈনন্দিন জীবন ভেঙে পড়েছিল, সেই সূক্ষ্ম অথচ গভীর সংকটকেই ওয়ালীউল্লাহ তাঁর রচনার কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। দেশভাগ তাঁর সাহিত্যে কোনো বিমূর্ত ঐতিহাসিক ঘটনা নয়; বরং তা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করা এক নীরব বিপর্যয়, যা পারিবারিক সম্পর্ক, বিশ্বাস এবং অভ্যাসের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

দেশভাগের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে কী ধরনের সর্বব্যাপী বিপদ নেমে এসেছিল— এই বাস্তবতাই ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যকর্মে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। ভিটেমাটি হারানো, পরিচয়ের দ্বিধা, ধর্মীয় চিহ্নকে ঘিরে ভয় ও সংশয়, এবং আত্মপরিচয়ের নৈতিক সংকট— এসব তাঁর রচনায় এক অন্তর্গত যন্ত্রণার ভাষা পায়। তিনি দেখিয়েছেন, দেশভাগ শুধুমাত্র দাঙ্গা বা উদ্বাস্ত সমস্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষের বিশ্বাসের জগতে, দৈনন্দিন আচরণে এবং পারিবারিক আবেগের গভীরে প্রবেশ করেছিল।

এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যতিক্রম ঘটেনি তাঁর ছোটগল্প ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’-তেও। এখানে দেশভাগের ট্রাজেডি কোনো সরাসরি সহিংস ঘটনার মাধ্যমে নয়, এক পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। একটি তুলসী গাছ— যা অতীতে ছিল অভ্যাস, বিশ্বাস ও গৃহস্থ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ— নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। এই প্রশ্নবোধের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়, দেশভাগ কীভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। এইভাবে ওয়ালীউল্লাহ দেশভাগের ইতিহাসকে বৃহৎ ঘটনার স্তর থেকে নামিয়ে এনে মানুষের ঘরের ভেতরে স্থাপন করেছেন, এবং সেই কারণেই তাঁর সাহিত্য দেশভাগের মানবিক অভিজ্ঞতা অনুধাবনে এক বিশেষ ও গভীর তাৎপর্য বহন করে।

‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ (The Tale of a Tulsi Tree) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্প, যা দেশভাগের সাহিত্য ধারায় এক নতুন মাত্রার সংযোগ ঘটিয়েছে। গল্পটি মূলত একটি পরিবারের সদস্যদের মানসিক এবং শারীরিক সংগ্রামের কাহিনী। যেখানে দেখতে পাই, এক তুলসী গাছের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের অভ্যন্তরীণ চিত্র।

গল্পের মধ্য দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ধর্মীয় তাত্ত্বিকতা, সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক সীমানা এবং এইসব কিছুই সম্মিলিত প্রভাবে গঠিত মানুষের মানসিক অবস্থাকে গভীর অনুসন্ধানের আওতায় নিয়ে এসেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম এখানে কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্র নয়; তা সমাজ, পরিবার ও ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এক বাস্তবতা। দেশভাগের প্রেক্ষিতে এই ধর্মীয় পরিচয় যখন রাষ্ট্র ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, তখন মানুষের দৈনন্দিন সম্পর্ক,

পারিবারিক নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত মানসিক স্থিতি ভেঙে পড়ে— এই সংকটের প্রশ্নই ওয়ালীউল্লাহ সূক্ষ্মভাবে উত্থাপন করেছেন।

এই ছোটগল্পটি সমাজের পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে একত্রে তুলে ধরে। এখানে রাজনৈতিক সংকট কোনো দূরবর্তী ঘটনা নয়; তা সরাসরি ঘরের ভেতরে, পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে। ধর্মীয় পরিচয় সংক্রান্ত ভয়, সামাজিক চাপে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বাধ্যবাধকতা এবং পরিবারের সুরক্ষা নিয়ে উৎকণ্ঠা— এসব মিলিয়ে ব্যক্তি জীবনের মানসিক জগৎ বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। ওয়ালীউল্লাহ দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংকট কীভাবে মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি, বিশ্বাস ও সম্পর্ককে অস্বচ্ছ ও অনিরাপদ করে তোলে।

এই প্রেক্ষাপটে ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’-তে তুলসী গাছ একটি শক্তিশালী রূপক চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। তুলসী গাছ একদিকে গৃহস্থ জীবনের অভ্যাস, স্মৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতীক, অন্যদিকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতায় সন্দেহ ও ভয়ের উৎস। এই রূপকের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, কোনো প্রতীক বা বিশ্বাস নিজে অপরিবর্তিত থাকলেও তার সামাজিক অর্থ বদলে যায়। যে তুলসী একসময় ছিল ঘরের স্বাভাবিক উপাদান, দেশভাগ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে সেটিই পরিবারের নিরাপত্তার প্রশ্নে হুমকির চিহ্ন হয়ে ওঠে।

এইভাবে ওয়ালীউল্লাহ তুলসী গাছকে নিছক ধর্মীয় চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করেননি; বরং এটিকে মানুষের মানসিক দ্বন্দ্ব, পরিচয়ের সংকট এবং সামাজিক রূপান্তরের বাহক করে তুলেছেন। গল্পটি আমাদের দেখায়, দেশভাগ মানুষের জীবনকে শুধু বাহ্যিকভাবে নয়, মানসিক ও মূল্যবোধের স্তরেও ভেঙে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঋতু মেনন এবং কমলা বাসিন এর একটি জরুরী বক্তব্য হল, -

“But here was Partition once more in our midst, terrifying for those who had passed through it in 1947...Yet this was our own country, our own people, our own home-grown violence. Who could be blame now?”⁸

পারিবারিক পরিসরে যে ভয় ও সংশয় জন্মে ওঠে, তা-ই এই গল্পের মূল সুর। এই কারণেই গল্পটি রাজনৈতিক ইতিহাসের ব্যাখ্যার চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে মানবিক ট্রাজেডির এক গভীর ও নীরব ভাষ্য।

ভারতীয় পরিবারগুলিতে তুলসী গাছ সাধারণত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রক্ষাকারী হিসেবেই বিবেচিত হয়ে এসেছে। এটি গৃহস্থ জীবনের পবিত্রতা, ধারাবাহিকতা ও নিরাপত্তার প্রতীক— যার মাধ্যমে পরিবার নিজের ধর্মীয় পরিচয়কে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। তুলসী ঘরের উঠোনে উপস্থিত থাকলে তা কেবল একটি উদ্ভিদ হিসেবে থাকে না, তা হয়ে ওঠে বিশ্বাস, অভ্যাস ও স্মৃতির এক জীবন্ত চিহ্ন।

কিন্তু দেশভাগ-পরবর্তী সমাজে এই প্রতীকটির অর্থ আমূল পরিবর্তিত হয়। যে তুলসী গাছ একসময় আশ্রয় ও সুরক্ষার অনুভূতি জাগাত, সেই গাছই ক্রমে সন্দেহ, ভয় ও বিপদের চিহ্নে পরিণত হয়। রাষ্ট্র ও সমাজের নতুন বাস্তবতায় ধর্মীয় প্রতীক আর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়ের প্রকাশ্য চিহ্ন। ফলে তুলসী গাছ আর গৃহস্থ জীবনের নীরব অভ্যন্তরীণ অনুষঙ্গ থাকে না, বরং পরিবারটির অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই প্রসঙ্গে জগনেন্দ্র পাণ্ডের একটি কথা উল্লেখ্য, -

“For too long the violence of 1947 (and, likewise...of 1984, 1992-3 and so on) has been treated as someone else’s history—or even, not history at all.”⁹

এই রূপান্তরের মধ্য দিয়েই তুলসী গাছ একটি নিঃশব্দ ও বিপন্ন প্রাণীতে পরিণত হয়— যেন সে নিজেও দেশভাগের শিকার। গাছটির এই অবস্থান মানুষের মানসিক অবস্থারই প্রতিচ্ছবি; বিশ্বাস অটুট থাকলেও তা প্রকাশ করা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, আর ঐতিহ্য রক্ষার আকাঙ্ক্ষা জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নে আপস করতে বাধ্য হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তুলসী গাছ কেবল একটি রূপক নয়; এটি দেশভাগ-পরবর্তী সমাজে ধর্ম, সংস্কৃতি ও মানবিক নিরাপত্তার ভঙ্গুর সম্পর্ককে নিঃশব্দে বহন করে।

দেশভাগের সাহিত্য এবং মানবিক অভিজ্ঞতা : দেশভাগের সাহিত্য— যার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ —মানবিক অভিজ্ঞতার এমন এক গভীর স্তরে প্রবেশ করেছে, যেখানে রাজনৈতিক ঘটনা আর কেবল ইতিহাসের তথ্য হয়ে থাকে না, বরং ব্যক্তিমানুষের চেতনার অংশে রূপান্তরিত হয়। এই গল্পে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে ধর্ম, জাতীয়তা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেবল সীমানা, রাষ্ট্র বা ভূখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ধীরে ধীরে মানবিক টানাপোড়েন, মানসিক অনিশ্চয়তা এবং নৈতিক দ্বন্দ্বের রূপ ধারণ করেছে। দেশভাগ এখানে কোনো বাহ্যিক ঘটনার নামমাত্র নয়, বরং মানুষের বিশ্বাস ও অভ্যাসে সঞ্চিত এক অন্তর্গত সংকট।

এই গল্পের কেন্দ্রীয় প্রতীক - ‘তুলসী গাছ’ ধর্মীয় পরিচয়ের বহিঃস্থ চিহ্ন হয়েও এক গভীর মানবিক স্মৃতির বাহক। নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় সেই প্রতীকটি প্রশ্নের মুখে পড়ে, ঠিক যেমন প্রশ্নের মুখে পড়ে মানুষের নিজের অতীত, বিশ্বাস ও আত্মপরিচয়। এইভাবে দেশভাগের সাহিত্য এমন এক সংযোগস্থল সৃষ্টি করে, যেখানে ঐতিহাসিক সীমারেখা অতিক্রম করে মানুষের অন্তর্জগতের পরিবর্তনগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যক্তি কেবল ‘কে কোন দেশে আছে?’ এই প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং ‘সে কী বিশ্বাস করে?’, ‘কী হারিয়েছে?’ এবং ‘কী ধরে রাখতে চায়?’ —এই প্রশ্নগুলোই হয়ে ওঠে মুখ্য।

দেশভাগের মতো এক গভীর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংকটের সময়ে এই ধরনের সাহিত্য আমাদের শেখায় যে মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্পর্ক কখনোই কেবল সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। সহাবস্থানের স্মৃতি, প্রতিবেশিতার অভ্যাস এবং মানবিক সহমর্মিতা রাষ্ট্রের নতুন মানচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায় না— সেগুলি মানুষের মনে থেকে যায়, কখনো দহনকারী যন্ত্রণার আকারে, কখনো নীরব স্মৃতির ভার হিসেবে। এই কারণেই দেশভাগের সাহিত্য ইতিহাসের নথির চেয়ে বেশি কিছু; তা মানুষের ভেতরের ভাঙন ও পুনর্গঠনের দলিল। ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ সেই সত্যকেই সূক্ষ্ম ও সংযত ভাষায় তুলে ধরে— যেখানে দেশভাগের অভিজাত মানবিক বোধের গভীরতম স্তরে পৌঁছে যায়।

আলোচ্য গল্পে আমরা দেখতে পাই, উদ্বাস্ত হয়ে কলকাতায় চলে আসা মতিনরা হঠাৎই খুঁজে পায় রাস্তার ওপরের একটি প্রকাণ্ড দোতলা বাড়িকে। এই বাড়িটার মালিকও বোধহয় মতিনদের মতো রাতারাতি উদ্বাস্ত হয়ে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। ওরাই তালা ভেঙে এই বাড়িটায় আশ্রয় নেয়। ওদের মতো মকসুদ, মোদাকের, ইউনুস প্রমুখ ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার মানুষেরাও এই বাড়িটায় থাকতে শুরু করে। এরপর মতিনের ভাবনায় আসে, যে পরিবারের এই বাড়িটা ছিল আশ্রয়স্থল, দেশভাগের পর হঠাৎ করেই তাদের অন্যদেশে বিতাড়িত করা হয়েছে। আবার, মতিনরাও পূর্বে যেখানে থাকতো সেখানে এখন আর থাকতে পারছে না। ভাগ্যের এ কী পরিহাস! ওরা মিলেমিশে এই বাড়িটায় জীবনযাপন করতে থাকে। একদিন মোদাকেরের দৃষ্টি আটকে যায় একটি ছোট তুলসী গাছের দিকে, যার পাতা ক্ষয়রিহয়ে গেছে; আর সতেজ নেই। শুধু তাই নয়, নীচে আগাছাও জন্মেছে। বহুদিন জল পায়নি হয়তো। অন্য ধর্মের মানুষ হলেও তারা কেউই পারে না তুলসী গাছটিকে ফেলে দিতে। তারপর একদিন দেখা যায়, তুলসী গাছটি পুণরায় সবুজ হতে শুরু করেছে। মতিনের ভাবনায় ভেসে ওঠে এক গৃহবধুর দৃশ্য, যে প্রতিদিন এই তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালতো, আজ সে এক অজানা স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। কয়েকদিন পরে এই বাড়িটাও ছেড়ে দিতে হয় তাদের। তখন কারোর মনে থাকে না তুলসী গাছটির কথা। কারণ কোনো বাসস্থান না থাকলে সেটার খোঁজ করা ব্যতীত ভিন্নকোনো চিন্তা মাথায় আসা সম্ভব নয়। তুলসী গাছটি আবার শুকিয়ে যেতে থাকে। দেশভাগের ফলে এরূপ অসংখ্য গাছ হয়ে উঠেছিল নিস্তেজ যা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

উপসংহার : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-এর ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ দেশভাগের সাহিত্যকেই নতুনভাবে অন্বেষণ করেছে, যা একদিকে তৎকালীন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বিভাজনের প্রেক্ষিতে, অন্যদিকে মানবিক সম্পর্কের নানান দিক তুলে ধরে। এই গল্পের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, দেশভাগ কেবলমাত্র ভূখণ্ডের পরিবর্তন নয়, এটি মানুষের অন্তরাষ্ট্রায় এক গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। এই সাহিত্যকর্মে আমরা দেখতে পাই যে একটি সাধারণ পারিবারিক

সম্পর্ক ও জাতীয় ও ধর্মীয় সংকট দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, এবং কীভাবে এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার সূচক হয়ে ওঠে তার চিত্র।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর এই গল্পে তাঁর সাহিত্যিক দক্ষতার মাধ্যমে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দ্বন্দ্বের এক চিত্রিত কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে, যা আজও আমাদের দেশভাগের অভিঘাত সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবতে সাহায্য করে।

Reference:

১. Butalia, Urvashi. *The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India*. Penguin/HarperCollins India (orig. 1998). p. 6
২. Imam, Jahanara. *Of Blood and Fire: The Untold Story of Bangladesh's War of Independence*. Translated by Mustafizur Rahman, University Press Limited, 1999. Page no – 11-15.
৩. Das, Shishirkumar. *A History of Indian Literature, 1911-1956: Struggle for Freedom*. Sahitya Akademi, 1995, p. 412
৪. Menon, Ritu, and Kamla Bhasin. *Borders & Boundaries: Women in India's Partition*. Kali for Women/Rutgers Univ. Press, 1988. p. 11
৫. Gyanendra Pandey, *Remembering Partition: Violence, Nationalism and History in India*, p.5

Bibliography:

- Bhagat, Ram. *Voices of Partition: The Cultural Impact of the Indian Subcontinent's Partition*. New York: Oxford University Press, 2000
- Chakraborty, Rupa. *Post-Partition Literature and Identity in South Asia*. Writers Workshop, 2009
- Lelyveld, David. *The Partition of India and its Aftermath*. Oxford University Press, 1997